তারিখ ... 11 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

দৈনিক খবর

78

শিক্ষকদের প্রতীক অনশন পালন

চট্টগ্রাম ভার্সিটিকে ৩ দিনের মধ্যে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত না করলে অন্যত্র ক্লাস

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১০ই জুন।- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক আজ সোমবার ৭ ঘন্টার প্রতীক অনশন পালন শেষে আগামী ৩ দিনের মধ্যে ক্যাম্পাসকে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত করার আহবান জানিয়েছেন। অন্যথায় শনিবার থেকে চট্টগ্রাম শহরের কোন স্থানেই তারা ক্লাস নেয়া শুরু করবেন।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাস ও অরাজকতার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শহরের ডাঃ মিলন চত্বরে প্রতীক অনশন পালন করেন। ফুটপাতে বসে তারা অনশন করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নারী ও যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে তা অবসানে উদ্যোগ নেয়ার

২-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটিকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানান। তারা বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত-শিবির চক্র বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে দখল করে এক নারকীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এদের কবল থেকে ক্যাম্পাসকে মুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে দাবী জানান। অধ্যাপক পুলিন দে, এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, খোরশেদ আরম সুজন, আবু তাহের, বালাগাত উল্লাহ, আব্দুল্লাহ আল কাফি, কামাল আজিজুল হক, কালাম চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন, দীপক চৌধুরী, কামাল উদ্দিন নীলু, এনামুল হক, শফিউল আলম, ইব্রাহিম হোসেন বাবুল, নূর জাহান খান, আবুল কালাম আজাদ; ডঃ ইনাম-উল হক, আবুল কাশেম চৌধুরী অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা শিক্ষকদের ডাবের পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙ্গান। এর আগে অধ্যাপক ফজলী হোসেন শিক্ষকদের একটি ঘোষণা পাঠ করেন। এতে উল্লেখ করা হয়, সরকার আগামী ৩ দিনের মধ্যে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী দখল থেকে মুক্ত করে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে না আনলে ১৫ই জুন থেকে শহরের যে কোন উপযুক্ত স্থানে শিক্ষকরা ক্লাস নেয়া শুরু করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন নষ্ট ও সেশন জটের গ্লানি বহনে শিক্ষকরা রাজী নন বলে ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির সমর্থিত 'সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য' আহূত ৭২ ঘন্টাব্যাপী ধর্মঘট কর্মসূচীর আজ শেষ দিন অতিবাহিত হয়। তারা আজ ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে এবং দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় সমাবেশে ব্যক্ত করা হয়। অপরদিকে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ক্যাম্পাস অবরোধ কর্মসূচীর আজ দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়। চাকসু ও ঐক্য নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করা না হলে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রশাসনকে দায়ী থাকতে হবে বলে ঘোষণা করেন। তারা বলেন, আমরা যথেষ্ট সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমাদের ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী গতকাল সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংযোগ সড়কে অবস্থান নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন রয়েছে। পুলিশ এবং বিডিআর সেখানে টহল দিচ্ছে।